Study Material for Semester- Vi
Paper – International Relation after 2nd World War
Given By- Suvendu Saha, (Assistant Prof) Dept. of Historty,
Bidhan Chandra College, Asansol

সুয়েজ সংকট

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে সুয়েজ খাল জাতীয়করণ অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৫৬ সালের ২৬শে জুলাই মিশর সরকার সুয়েজ খালকে জাতীয়করণ করেন। মিশরের এই সিদ্ধান্ত কে কেন্দ্র করে মধ্য প্রাচ্যসহ আন্তর্জাতিক রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। সাম্রাজ্যবাদী এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির স্বার্থে আঘাত হানলে অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হল মিশর।

সুয়েজ খাল ছিল মিশরের ভূখণ্ডের অন্তর্গত। ১৮৬৯ সালে ফরাসী স্থপতি ফার্দিনান্দ দ্য লেসপস এই খাল খনন করেছিলেন। ফলে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে হয়ে উঠেছিল এই খাল। মিশরের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি সুয়েজ খালকে নিজেদের স্বার্থে ব্যাবহার করতো। এই খালকে ব্যাবহার করে সংগৃহীত মুনাফার সিংহভাগ নিত তারা এবং কিছু অংশ তারা মিশরকে দিত।

মিশর দীর্ঘদিন এই অবিচার মানতে রাজী ছিল না। ১৯৫২ সালে মিশরে রাজতন্ত্রের অবসান হয়েছিল। কর্নেল গামাল আবেদল নাসেরের নেতৃত্বে মিশরে সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের লক্ষ্য ছিল মিশরকে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা। সুয়েজ খালকে ব্যাবহার করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মুনাফা লুটছিল আর মিশর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। এই অবস্থায় পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মিশরের রাষ্ট্র প্রধান নাসের সরাসরি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে রাজী ছিলেন না। তিনি মিশরকে শক্তিশালী করার জন্য নীলনদের জলকে ঠিক মতো কাজে লাগাতে উদ্যোগী হন। নীলনদের উপর 'আসোয়ান বাঁধ' নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনা কার্যকর হলে ৮,৬০,০০০ হেক্টর জমিতে কৃষিকাজ হবে এবং বিভিন্ন শিল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে। এই পরিকল্পনা রুপায়নের জন্য দরকার ছিল ১৪০০ মিলিয়ন ডলারের। বিশ্বব্যাংক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট ব্রিটেন মিশরকে ঋন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

মিশর অনুভব করেছিল মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাবশালী রাষ্ট্রে পরিণত হতে হলে কেবল আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হলে চলবে না, সামরিক দিক দিয়েও তাকে শক্তিশালী হতে হবে। কারন তার শত্রু ইজরায়েলের আক্রমণকে প্রতিহত করতে হবে। এজন্য মিশর ইউরোপের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর

কাছে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি সামরিক সাহায্যও কামনা করেছিল। কিন্তু ইঙ্গ – মার্কিন গোষ্ঠী মিশরকে সামরিক সাহায্য দিতে রাজী ছিল না। কারন তারা সঠিক ভাবে উপলব্ধি করেছিল মিশর তার সামরিক অস্ত্রের প্রয়োগ তাদের পুতুল রাষ্ট্র ইজরায়েলের বিরুদ্ধে করবে। বাধ্য হয়ে মিশর সোভিয়েত রাশিয়ার কাছে সাহায্য চেয়েছিল। মিশরের এই আচরণে ইঙ্গ – মার্কিনী জোট ক্ষুব্ধ হয়। ১৯৫৬ সালের ২৯ শে জুলাই মিশরকে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেয় যে আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের জন্য কোন অর্থ সাহায্য করবে না। বিশ্বব্যাংক ও ইংল্যান্ড মার্কিনী নীতি গ্রহণ করে অর্থ সরবরাহ করা বন্ধ করেছিল।

ইঙ্গ- মার্কিন জোট মিশরকে আসোয়ান বাঁধ প্রকল্প রুপায়নে অর্থ দেওয়া যে বন্ধ করেছিল তার পিছনে কিছু কারন ছিল – (১) কমিউনিস্টদের জোট এবং জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির সঙ্গে মিশরের ঘনিষ্ঠতা কে মার্কিনীরা মানতে পারেনি। তাদের মতে নাসের কমিউনিস্টদের কাছে অস্ত্র কিনে ভুল করেছে। জোট নিরপেক্ষ দেশ গুলির সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে মিশর ইঙ্গ-মার্কিন জোটকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছে। নাসেরের এই আচরনকে মার্কিন শিবির মানতে পারেনি। (২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বাজারে তুলো বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতো। আসোয়ান বাঁধ প্রকল্প কার্যকর হলে মরুভূমির দেশ মিশর শস্য শ্যামলায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। জলসেচের সাহায্যে মিশরে তুলো উৎপাদন করলে মার্কিনীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হবে। সে জন্য মার্কিন পুঁজিপতিরা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে আসোয়ান বাঁধ প্রকল্পে অর্থ দিতে বাধার সৃষ্টি করেছিল। (৩) ইন্দো- মার্কিন গোষ্ঠী চেয়েছিল নাসের তাদের কাছে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করুক।

নাসের ইন্দো – মার্কিনদের আসোয়ান বাঁধ প্রকল্পে অর্থ না দেওয়ার সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হন। পশ্চিমী দুনিয়ার এই বিশ্বাসঘাতকতার যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য তিনি ১৯৫৬ সালের ২৬ শে জুলাই সুয়েজ খালকে জাতীয়করণের কথা ঘোষণা করেন। তার বক্তব্য ছিল সুয়েজখাল মিশরের সম্পত্তি তাই যাবতীয় রাজস্ব মিশরের প্রাপ্য। তিনি সুয়েজখাল থেকে প্রাপ্ত আয়ে আসোয়ান বাঁধ পরিকল্পনা রুপায়িত হবে বলে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

নাসেরের সুয়েজখাল জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের উপর তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। নাসেরের এই সিদ্ধান্ত ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতিবন্ধক ছিল। ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স অনেক আগে থেকেই মিশরের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল। মিশরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জন্য মিশর থেকে ইংল্যান্ড কে সরতে হয়েছিল। ইংল্যান্ডের শেষ সম্বল ছিল সুয়েজ খাল। নাসেরের সিদ্ধান্তে সেটাও হাতছাড়া হয়ে গেলে ইংল্যান্ডের পক্ষে তা মানা সম্ভব ছিল না। সুয়েজ খাল কোম্পানির শতকরা ৪৪ ভাগ শেয়ার ছিল ইংল্যান্ডের। তাই ইংল্যান্ড মিশরের এই সিদ্ধান্তকে নীরবে মানতে রাজী ছিল না। ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াও ছিল ঐ একই ধরনের। তাই এই দুই দেশ মিশরের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর দেখায়। কিন্তু তাদের পক্ষে এককভাবে

মিশরের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। এই দুই দেশ আমেরিকার প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করেছিল।

মার্কিন সরকার মিশরের সুয়েজ খাল জাতীয়করণকে মানতে পারেনি। কিন্তু সে ফ্রান্স বা ইংল্যান্ডের মতো মিশরের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করতে ইচ্ছুক ছিল না। আমেরিকা কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে এই সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল। আসলে সুয়েজ খালের জাতীয়করনে আমেরিকার স্বার্থহানি খুব একটা হয়নি। কারন আমেরিকা ফ্রান্স বা ইংল্যান্ডের মতো সুয়েজ খালের উপর এতটা নির্ভরশীল ছিলনা। তাছাড়া মার্কিনীরা উপলব্ধি করেছিল মিশরের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করলে তৃতীয় বিশ্বে তার সম্পর্কে খারাপ ধারনা তৈরি হবে। তাই আমেরিকা চেয়েছিল আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুয়েজ খালকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রনাধীনে রাখতে চেয়েছিল।

আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্র সুয়েজ খাল ব্যবহারকারী দেশগুলোকে নিয়ে একটি সম্মেলনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এই সম্মেলনে ২২ টি রাষ্ট্র অংশ নিয়েছিল। সুয়েজ সংকট সমাধানে ভারত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। মনে রাখা দরকার ভারত ছিল সুয়েজ খাল ব্যবহারকারী অন্যতম দেশ। ভারতের মোট আমদানির ৭৬ শতাংশ এবং মোট রপ্তানির ৭০ শতাংশ সুয়েজ খাল দিয়ে যাতায়াত করতো। স্বাভাবিকভাবে সুয়েজ সংকট ভারতের বানিজ্যে প্রভাব ফেলেছিল। সুয়েজ সংকটকে কেন্দ্র করে প্রাচ্যে যাতে কোন অশান্তি শুরু না হয় সেদিকেও ভারতের লক্ষ্য ছিল। একদিকে অর্থনৈতিক স্বার্থ অন্যদিকে বিশ্ব শান্তি বজায় রাখার তাগিদে ভারত সমস্যা নিরসনে উদ্যোগী হয়। তবে ভারত এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছিল। ভারতের বক্তব্য ছিল সুয়েজ খাল মিশরের অধিকারভুক্ত। তাই খালের জাতীয়করণের অধিকার মিশরের আছে। কিন্তু মিশর যেভাবে এই খালের জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাকে মানা যায়না। অর্থাৎ কূটনৈতিক ভাবে ভারত এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যাতে করে শ্যাম এবং কূল উভয়ই বজায় থাকে। লন্ডন সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি কৃষ্ণমেনন প্রস্তাব দেন যে সুয়েজ খাল পরিচালনার অধিকার মিশরের নিয়ন্ত্রণে হওয়া উচিৎ। জলপথ ব্যবহারকারী রাষ্ট্রদের নিয়ে একটি পরামর্শদাতা সমিতি গঠন করা দরকার। সোভিয়েত রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং শ্রীলঙ্কা ছাড়া আর কোন দেশ ভারতের এই প্রস্তাব কে সমর্থন করেনি।

আমেরিকা প্রস্তাব দিয়েছিল সুয়েজ খালকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রনে আনা হোক। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া সহ পাঁচটি দেশ তা মানেনি। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট মেঞ্জিস নাসেরের সঙ্গে দেখা করেন। তার প্রস্তাব ছিল সুয়েজ খাল ব্যবহারের জন্য একটি আন্তর্জাতিক বোর্ড গঠন করা হবে, কিন্তু নাসের তা মানেনি। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডালেস এক প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি সুয়েজ খাল ব্যবহারকারীদের নিয়ে একটি সংস্থা গঠনের কথা বলেন। এই সংস্থা জাহাজ চলাচলকে নিয়ন্ত্রণ করবে। ইংল্যান্ড ও

ফ্রান্স এই প্রস্তাব মানেনি। এই দুই দেশের ধারনা ছিল মিশরকে আক্রমণ করলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী এন্টনি ইডেন এবং ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি মলেট গোপনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তারা যৌথভাবে মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। সুয়েজ খাল জাতীয়করণের ফলে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এই দুটি দেশ।। ঐ সময় মিশরের শত্রু রাষ্ট্র ইজরায়েল, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড কে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল। ১৯৫৬ সালে ২৯শে অক্টোবর সব আন্তর্জাতিক নিয়ম নীতি ভেঙে ইজরায়েল মিশরকে আক্রমণ করেছিল। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড, ইজরায়েল ও মিশরকে চরমপত্র দিয়ে জানায় যে উভয় পক্ষকে সুয়েজের দশ মাইল এলাকা থেকে সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে। মিশর রাজী না হলে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের আক্রমণকে ভারত সহ সমগ্র আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলি তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছিল। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মুখোশ বিশ্ব জনমতের কাছে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল। ভারতের বক্তব্য ছিল এই দুই দেশ জাতিপুঞ্জের সনদ কে লঙ্ঘন করেছে এবং একই সঙ্গে এই আক্রমণ বান্দুং সম্মেলনের নীতির পরিপন্থী। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এন্টনি ইডেন এবং ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি মলেট কে মিশরের উপর আক্রমণ বন্ধ করতে বলেন। তিনি মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইজেন হাওয়ারকেও এই যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানান। এখানে মনে রাখা দরকার মার্কিন রাষ্ট্রপতি ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের এই আচরণে খুবই বিরক্ত ছিল, তিনি এই আক্রমণের নিন্দা করেছিলেন। তিনি ইঙ্গ – ফরাসীদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকিও দিয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালের ২রা নভেম্বর জাতিপুঞ্জের সাধারন সভা যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। ভারত এই প্রস্তাব কে সমর্থন করেছিল। বিশ্ব জনমতের চাপ এবং জাতিপুঞ্জের নির্দেশে যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হয়েছিল। বিদেশী সৈন্য অপসারণের জন্য যে আলাপ আলোচনা হয়েছিল তাতে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

সুয়েজ সংকটকে কেন্দ্র করে মধ্য প্রাচ্যে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল তার নিরসনে ভারতের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট ইতিবাচক। ভারতের জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এই সংকটে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল। নাসের নেহরুর ঘনিষ্ঠ মিত্র হন। মধ্য প্রাচ্যে ভারতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সুয়েজ সংকটের পর ভারত মিশরকে সামনে রেখে মধ্য প্রাচ্যের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল। সুয়েজ সংকটে ভারত মিশরকে সমর্থন করায় মিশর সহ পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য দেশে ভারতের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।